

## 💵 ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ঈমান

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

প্রশ্ন: (৫১) যারা পরকালের জীবনকে অবিশ্বাস করে এবং বলে এ বিশ্বাস মধ্যযুগের একটি কল্পকাহিনী ও কুসংস্কার মাত্র- এ ধরণের মানুষকে কীভাবে বুঝানো সম্ভব?

উত্তর: যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করবে এবং বলবে এটি মধ্যযুগের কল্পিত কাহিনী মাত্র, সে কাফির। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَالُوٓاْ إِن اللَّهِ مِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنايَا وَمَا نَحانُ بِمَالَعُوثِينَ ٢٩ وَلَوا تَرَى ٓ إِذا وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِم اللَّا قَالَ أَلَياسَ لَهُ اللَّهُ وَيُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

"তারা বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। আর যদি আপনি তাদেরকে দেখেন, যখন তাদেরকে রবের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের রবের কসম। তিনি বলবেন, অতএব, স্বীয় কুফুরীর কারণে শাস্তি আস্বাদন কর।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ২৯-৩০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَيَالَ؟ يَوا مَئِذ لِّلاَ مُكَذّبِينَ ١٠ الَّذِينَ يُكذّبُونَ بِيَوا مِ الدِّينِ ١١ وَمَا يُكذّبُ بِهِ اَ إِلَّا كُلُّ مُعاتَد أَثِيمٍ ١٢ إِذَا تُتَالَىٰ عَلَياهِ ءَايُٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيلُ السَّٰ وَالسَّاوَ السَّالِ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكاسِبُونَ ١٤ كَلَّا إِنَّهُما عَن رَبِّهِم اللهِ عَلَياهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عُلِي عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ ع

"সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের। যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপীই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে, ইহা পুরাতনকালের রূপকথা। কখনো না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। কখনো না তারা সেদিন তাদের রব থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর বলা হবে, একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে।" [সূরা আল-মুতাফফিফীন, আয়াত: ১০-১৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿بَلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ ال

"বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে। যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমরা তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ১১]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايِّتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِ ۚ أُولَّئِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحآمَتِي وَأُولَّئِكَ لَهُما عَذَابٌ أَلِيما ﴾ [العنكبوت: ٢٣]



"যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত হতে নিরাশ হবে। তাদের জন্যই যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" [সূরা আল-'আনকাবুত, আয়াত: ২৩]

যারা পরকালকে অবিশ্বাস করে তাদের কাছে নিম্নবর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করা হবে:

প্রথমত: কিয়ামত এবং পরকালের বিষয়টি যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে আসমানী কিতাবসমূহে মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তা কবূল করে নিয়েছে। অতএব, তোমরা কীভাবে নবী-রাসূলদের কথা অমান্য করে পরকালকে অস্বীকার করতে পার? অথচ তোমরা দার্শনিক কিংবা কোনো বাতিল ফিরকার প্রবর্তকের কথা বিশ্বাস করে থাক।

দ্বিতীয়ত: কিয়ামত হওয়ার বিষয়টি বিবেক দ্বারাও স্বীকৃত এবং সমর্থিত। তা কয়েকভাবে হতে পারে:

১) প্রত্যেকেই স্বীকার করে যে, সে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এসেছে। যিনি প্রথমবার অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ তা আলা বলেন,

﴿ وَهُو اللَّذِي يَبِادَوُّ أَلْاَخَلَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ وَهُو أَهِ اللَّهِ ۚ وَلَا الروم: ٢٧]

"তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য তুলনামূলক বেশি সহজ।" [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ يَوااَمَ نَطَاوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلاَكُتُبِ اَكُ كُمَا بَدَأَانَاۤ أَوَّلَ خَلاَقٍ نُعِيدُهُ اَا وَعَادًا عَلَيااَنَاۤ إِنَّا كُنَّا وَعُلِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٤]

"যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৪]

২) আকাশ-জমিনের সৃষ্টির বড়ত্ব ও অভিনবত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যিনি এ দু'টিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষ সৃষ্টি করতে এবং পুনরায় তাদের প্রথমবারের মতো সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয় আকাশ-জমিনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে অনেক বড়।" [সূরা গাফির, আয়াত: ৫৭] আল্লাহ আরো বলেন.

﴿ أَوَ لَمِ اَ يَرُوا اللَّهَ اللَّهِ الللَّهِ اللّ

"তারা কি জানে না যে, তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন তিনি এবং এ গুলোর সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৩৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَوَ لَياسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلسَّارَاضَ بِقَدرِ عَلَىٰٓ أَن يَحْالُقَ مِثْالَهُم اَ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلسَّالُهُم اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ



## أَماكِرُهُ ۚ إِذَآ أَرَادَ شَياكًا أَن يَقُولَ لَهُ ۚ كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨١، ٢٨]

"যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলে দেন, হও তখনই তা হয়ে যায়।" [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৮১-৮২]

৩) প্রত্যেক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি জমিনকে মৃত অবস্থায় দেখে। বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার সাথে সাথে তা উর্বর হয়ে উঠে এবং সেখানে নানা প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। যিনি মৃত জমিনকে জীবিত করতে পারেন, তিনি মৃত মানুষকেও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ বলেন,

"তাঁর এক নিদর্শন এ যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর অবস্থায় পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন শস্যশ্যামল ও স্ফীত হয়ে উঠে। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৯]

8) বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা, যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন, তা পুনরুত্থান সম্ভব হওয়ার সত্যতা প্রমাণ বহন করে। সূরা আল-বাকারাতে এ ধরণের পাঁচটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿ أُوا كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرااَيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحالِي اللهِ اللهُ بَعادَ مَواتِهَا اللهُ مَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ اللهُ بَعَثَهُ اللهُ عَالَ كَمِ الْبِثانَةِ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَلِا عَامٍ ثُمُّ بَعَثَهُ اللهُ بَعَثَهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَىٰ وَسُرَابِكَ لَمَ اللهُ عَلَىٰ لَهُ اللهُ عَلَىٰ كُلُّ شَياعٍ وَٱنظُرا إِلَىٰ حَمَارِكَ وَلِنَجِاعَلَكَ ءَايَةٌ لِلنَّاسِ وَالنظر اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ كُلُ شَيَاءٍ قَدِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٥٩] نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكَ اللهُ عَلَىٰ كُلُ شَيَاءٍ قَدِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]

"তুমি কি সে লোককে দেখ নি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল, যা ছিল জনমানব শুণ্য, দেওয়ালগুলো বিধ্বস্ত ছাদে পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর এ জনপদকে পুনরায় জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু সময়। বললেন, তা নয়, বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে। সেগুলো পচে যায় নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হলো, তখন বলে উঠল আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৯]

৫) প্রতিটি ব্যক্তি স্বীয় কর্মের যথাযথ প্রতিদান পাওয়ার জন্য পুনরুত্থান আবশ্যক। তা না হলে মানুষ সৃষ্টির কোনো মূল্য থাকে না এবং পার্থিব জীবনে মানুষ ও পশুর মাঝেও কোনো পার্থক্য থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَفَحَسِبِ اَتُمِ اللَّهُ الكَمَلِكُ اللَّحَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ



"তোমরা কি ধারণা কর যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমাদের কাছে ফিরে আসবে না। অতএব, মহিমান্বিত আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই। তিনি সম্মানিত 'আরশের মালিক।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৫-১১৬]

আল্লাহ আরো বলেন.

﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخافِيهَا لِتُجازَىٰ كُلُّ نَفاسِ اللَّهِ بِمَا تَساعَىٰ ﴿ [طه: ١٥]

"কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে।" [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৫]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَأَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهادَ أَياكَمْنِهِمِ ۚ لَا يَبالَعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعاَدًا عَلَياهِ حَقًا وَلَٰكِنَّ أَكَاثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعالَمُونَ ٣٨ لَيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخَاتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعالَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُما كَانُواْ كُذبِينَ ٣٩ إِنَّمَا قَوآالُنَا لِشَيَاءٍ إِنَّامًا قُواَلُنَا لِشَياءٍ إِنَّا أَرَدانَهُ أَن نَقُولَ لَهُ ۚ كُن فَيَكُونُ ٤٠ ﴾ [النحل: ٣٨، ٤٠]

"তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে; কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায় এবং কাফিররা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। আমি যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা করি, তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও, তখনই তা হয়ে যায়।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৮-৪০]

আল্লাহ বলেন.

﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَن يُبِ عَثُواْ ۚ قُل ۚ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُب عَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِل ٱلتُما ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِير ۗ ﴾ [التغابن: ٧]

"কাফিররা দাবী করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার রবের কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।" [সূরা আত-তাগাবূন, আয়াত: ৭]

পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য উপরোক্ত প্রমাণগুলো পেশ করার পরও যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে তারা অতিসত্তরই তাদের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হবে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=583

🧕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন